সমান নাগরিক অধিকার ভোগে নারীর বিরুদ্ধে সক্রিয় বাধা অপসারণে দরকার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ

সাংবিধানিকভাবে নারী-পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্রের সমান নাগরিক। এই ভিত্তিতে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের কারো প্রতি বৈষম্য না-করবার ব্যাপারে রাষ্ট্র সংবিধান ও নাগরিকদের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কাজেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, যাঁরা নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসেন, যাঁরা সরকার গঠন করেন, সংবিধানকে সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নে সমভাবে মনোযোগী হওয়া তাঁদের দায়িত্ব। দুঃখজনকভাবে আমাদের জাতীয় সংসদ ও সরকারসমূহ বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূলে যত্নবান না হয়ে অসাংবিধানিকভাবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত বিষয়, যেমন ধর্ম, বিশ্বাস, পরিধেয়, খাবারদাবার, প্রভৃতি নিয়ে সময়ক্ষেপণ করে। এতে ব্যক্তিনাগরিক ও নাগরিকদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেও এ ধরনের চর্চার প্রবণতা প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়।

সমাজ-রাষ্ট্রে প্রচলিত বৈষম্য ও বঞ্চনার সংস্কৃতি নারীকে সংবিধান প্রদত্ত সমান নাগরিকত্ব বা ইক্যুয়াল সিটিজেনশিপের অধিকার ভোগ করতে দেয় না। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের নানামুখী দারিদ্র্য; যেমন আয়দারিদ্র্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যদারিদ্র্য, তথ্য ও শিক্ষাদারিদ্র্য, সময়দারিদ্র্য, প্রভৃতি। পরিবার ও সমাজ অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের দাসের মতো এককভাবে নারীর ওপরে পুনরুৎপাদনমূলক তথা গার্হস্থ্য ও প্রজননকর্মের যে ভার চাপিয়ে রাখে, তা তাঁদের এই দারিদ্র্যকে আরো বাড়িয়ে তুলে। আবার এই সমুদয় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে সম্প্রতি নারীরা যে ব্যাপক হারে উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন, তাতে তাঁদের কর্মভার অনেক গুণে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও পুরুষদের মধ্যে পুনরুৎপাদনমূলক কাজের যুক্তিসংগত অংশের ভার নেবার সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে পুরুষদের সচেতন করতে কোনো ভূমিকা নেয় নি। এমনকি নারীর দৃশ্যমান অগ্রগতি ঠেকাতে ধর্মের মোড়কে সংগঠিতভাবে হওয়া নারীবিরোধী প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করতেও কোনো কার্যকর উদ্যোগ কোথাও দেখা যায় না।

নানামুখী দারিদ্র্যের কষাঘাতে আমাদের সমাজের সিংহভাগ নারীর বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা আজো অনেক কম। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার বা দেখার বিষয়টি আচ্ছন্ন থাকার কারণে অনেক সময় তাঁরা বিনাপ্রশ্নে সংবিধান এবং নারী ও উন্নয়নবিরোধী বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণার শিকার হয়ে যান।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবিধান নির্দেশিত সমান নাগরিক হিসেবে সকল স্তরে নারীর ন্যায্য অবস্থানে উন্নীত হবার ক্ষেত্রে যত রকমের প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক বাধা রয়েছে, সেসব অপসারণে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি; যেমন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নারীবিরোধী আইনসমূহের সংস্কার করা, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারসহ অসংবিধানিক সকল কার্যক্রম বন্ধ করা, পরিবারে পুরুষের ভূমিকায় বদল আনা, নারীকে দুস্থ হিসেবে না-দেখে সমনাগরিক হিসেবে দেখা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করে তাঁদের অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নে বাস্তবানুগ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা। বিদ্যমান অবস্থায় পরিবর্তন আনতে না-পারলে ভোটের গণতন্ত্রও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য। কারণ কাঠামোগতভাবে বঞ্চনার সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ বন্ধ রেখে মানুষের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া গুণগতভাবে নিম্নমানের গণতান্ত্রিক চর্চা। বস্তুতপক্ষে, গণতন্ত্রকে কার্যকর ও সুসংহত করতে হলে নারীকে বাস্তব জীবনেও সমান নাগরিকত্বের মর্যাদায় আসীন করবার কোনো বিকল্প নেই। আর বলা বাহুল্য যে, এটা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল সচেতন ব্যক্তিমানুষেরও এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবার আছে।

আমরা চাই নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান মর্যাদা, কার্যকর গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধশালী একটি দেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়নে এই পথ ধরেই আমাদের এগোতে হবে।